রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ৯, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৩ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৬৪-আইন/**২০২৪**।—সরকার, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ০৪ নং আইন) এর ধারা ২৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ০৪ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(গ) "ট্রেজারি বন্ড" অর্থ সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৭ নং আইন) এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ইস্যুকৃত ১ (এক) বৎসরের ঊর্ধ্বে যে কোনো মেয়াদি সরকারি সিকিউরিটি;

(ঘ) "ট্রেজারি বিল" অর্থ সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৭ নং আইন) এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ইস্যুকৃত ১ (এক) বৎসরের নিম্নে যে কোনো মেয়াদি সরকারি সিকিউরিটি;

(ঙ) "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর article 2(j)-তে সংজ্ঞায়িত তফসিলি ব্যাংক (Scheduled Bank);

(চ) "তহবিল" অর্থ আইনের ধারা ১৬ এর অধীন গঠিত সর্বজনীন পেনশন তহবিল;

(ছ) "তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত সর্বজনীন পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(জ) "সভাপতি" অর্থ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি;

(ঝ) "স্কিম" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সর্বজনীন পেনশন স্কিম; এবং

(ঞ) "সুকুক" অর্থ সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৭ নং আইন) এর আওতায় শরীয়াহসম্মত বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় বিনিয়োগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারি সিকিউরিটি।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ০৪ নং আইন) ও সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৭ নং আইন) এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি**।—(১) তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষের সদস্য (তহবিল ব্যবস্থাপনা), যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের সদস্য (বিনিয়োগ নীতি);

(গ) অর্থ বিভাগের ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং

(জ) কর্তৃপক্ষের মহাব্যবস্থাপক (তহবিল ব্যবস্থাপনা), যিনি ইহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৪। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা**।—(১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি অর্থ-বৎসরে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যূন ৪ (চার)-টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের সদস্য (বিনিয়োগ নীতি) বা সভাপতি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আমন্ত্রিত ব্যক্তি সভায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার ভোট প্রদানের কোনো ক্ষমতা থাকিবে না।

(৬) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং কমিটির সভায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আর্থিক বাজার ও পুঁজিবাজারসহ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক লাভজনক পোর্টফোলিও বা খাতে বিনিয়োগের সুপারিশ প্রদান;

(খ) তহবিলের ব্যবসা উন্নয়ন ও তহবিলের অনুকূলে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(গ) বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ নিরূপণে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) তহবিলের পুঞ্জীভূত অর্থের হিসাবায়ন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) তহবিল এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ; এবং

(চ) সরকার, পরিচালনা পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ বিষয়ে জারীকৃত নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণপূর্বক তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান।

৬। **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ**।—(১) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করিবে।

(৩) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ট্রেজারি বন্ড;

(খ) ট্রেজারি বিল;

(গ) অন্যান্য সরকারি সিকিউরিটি (যেমন— সুকুক, ইত্যাদি);

(ঘ) বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা বা স্বীকৃত কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে অন্যূন "AA" এবং স্বল্পমেয়াদে অন্যূন "ST-1" অথবা সমমান রেটিং-সম্পন্ন কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, তবে একাধিক রেটিং সংস্থা কর্তৃক একই প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন ভিন্ন রেটিং প্রদান করা হইলে সেইক্ষেত্রে নিম্নতম রেটিংকে প্রকৃত রেটিং হিসাবে গণ্য করা হইবে;

(ঙ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত মিউচুয়্যাল ফান্ড;

(চ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত "A" ক্যাটাগরির বন্ড; এবং

(ছ) সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গৃহীত বাস্তবায়নাধীন বা বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্প বা প্রকল্পের সিকিরিউটিতে বিনিয়োগ।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তহবিলের অর্থ কোনোক্রমেই ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা যাইবে না।

(৫) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ কোনো একক খাতে ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর অধীন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের লক্ষ্যে যথাসম্ভব পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুশাসন [Environmental, Social and Governance (ESG)] নিশ্চিত করিয়া বিনিয়োগের খাতসমূহ নিরূপণ করিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

(৭) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি সর্বোচ্চ ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করিয়া সুপারিশ প্রদান করিবে।

৭। **পরিদর্শন**।—কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সময় সময়, তহবিলের ব্যাংক হিসাব নিরীক্ষা, তহবিলের অনুকূলে অর্জিত সম্পদ ও তহবিলের অর্থ বিনিয়োগকৃত খাত বা উক্ত খাতের হিসাবসমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

৮। **বাংলাদেশের বাহিরে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ, ইত্যাদি**।—তহবিলের অর্থ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের বাহিরে বিনিয়োগ করা যাইবে না।

৯। **তহবিলের ব্যাংক হিসাব**।—(১) কর্তৃপক্ষ, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় ঘোষিত স্কিমসমূহের নামে এক বা একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পৃথক পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্কিমের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা বা স্বীকৃত কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে অন্যূন "AA" এবং স্বল্পমেয়াদে অন্যূন "ST-1" অথবা সমমান রেটিং-সম্পন্ন কোনো তফসিলি ব্যাংকেও অনুরূপ ব্যাংক হিসাব খুলিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক রেটিং সংস্থা কর্তৃক একই প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন ভিন্ন রেটিং প্রদান করা হইলে সেইক্ষেত্রে নিম্নতম রেটিংকে প্রকৃত রেটিং হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ব্যাংক হিসাবগুলিতে—

(ক) সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় ঘোষিত সকল স্কিমের অর্থ জমা হইবে;

(খ) প্রবাসীদের জন্য প্রযোজ্য স্কিমে মাসিক জমার অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা জমাকারীর নিজ নামে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংক হিসাবে প্রেরিত রেমিটেন্সের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকায় গ্রহণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; এবং

(গ) প্রবাস স্কিমের মাসিক জমার অর্থ গ্রাহক কর্তৃক সরাসরি তাঁর কর্পাস হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত হইলে, উক্ত জমার বিপরীতে, সময় সময়, সরকার ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ অতিরিক্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্পাস হিসাবে জমা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন পরিচালিত ব্যাংক হিসাব হইতে স্কিমে অংশগ্রহণকারীকে বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক মুদ্রায় কোনো অর্থ কোনোক্রমেই প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন খোলা ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধানসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

১০। **হেফাজত**।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে, কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান অথবা ইহার কোনো সদস্য বা যে কোনো কর্মচারী কর্তৃক তহবিলের সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত, এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলরুবা শাহীনা
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd